



ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder: J.C.Paul Former Editor: Paritosh Biswas



JAGARAN 72 Years Issue-223 15 May, 2026 আগরতলা ১৫ মে, ২০২৬ ইং ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার RNI Regn. No. RN 731/57 মূল্য ৩.৫০ টাকা আট পাতা

রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু ৫ সেপ্টেম্বর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়া দিল্লি, ১৪ মে। ভোটার তালিকা সংশোধনের তৃতীয় ধাপ (বিশেষ নিবিড় সংশোধন - এসআইআর) আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় শুরু হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে এই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরায় এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার যোগাভাগ্যের কারণে ১৫ অক্টোবর। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নথি মুদ্রণের কাজ চলবে। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বৃথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার যাচাই করবেন।

১৪ অক্টোবরের মধ্যে ভোটারদের পুনর্বিবাসের কাজ শেষ করা হবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ অক্টোবর। এরপর ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা থাকবে। ২১ নভেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপত্তি নিষ্পত্তি ও পুনানি প্রক্রিয়া চলবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৩ ডিসেম্বর।

নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরায় মোট ৩,৩৫৬ জন বৃথ লেভেল অফিসার (বিএলও) এবং ৬,৭৫৭ জন বৃথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) মোতায়েন করা হবে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১২ মে পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮, ৯৭, ৬৫৪ জন।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ১৬টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে (ইউটি) "বিশেষ নিবিড় সংশোধন" (এসআইআর) কার্যক্রম পরিচালনা **৬ এর পাতায় দেখুন**

জ্বালানি সাশ্রয় গাড়িবহর কাটছাটের সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জ্বালানি সংরক্ষণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রেন্দ্রনাথ রেডি নাস্ত্র আজ থেকে তার গাড়িবহর ছোট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জ্বালানি খরচ কমানো এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিক এবং সরকারি আধিকারিকগণের দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করবে।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক নিরাপদ সমুদ্রপথ বিশ্ব অর্থনীতির জন্য জরুরি : জয়শঙ্কর

নয়া দিল্লি, ১৪ মে (আইএএনএস)। পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক জলপথে নিরাপত্তা সঙ্কট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার নয়া দিল্লিতে ত্রিস বৈদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী ও লোহিত সাগর-সহ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে অবাধ ও নিরাপদ নৌ চলাচল বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ২০২৬ সালের ত্রিস সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জাতীয় বক্তব্য পেশ করে জয়শঙ্কর বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। অব্যাহত উত্তেজনা, সামুদ্রিক পরিবহনের ঝুঁকি এবং জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ পরিষ্কার ভঙ্গুরতাকেই তুলে ধরছে।"

তিনি আরও বলেন, "হরমুজ প্রণালী এবং লোহিত সাগর-সহ আন্তর্জাতিক জলপথে নিরাপদ ও বাধ্যনীয় সামুদ্রিক চলাচল বিশ্ব অর্থনীতির সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।"

বিদেশমন্ত্রী রুদ্রসংঘ সদস্যদের উদ্দেশ্যে ও নীতির প্রতি ভারতের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির

কথাও পুনর্বক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য, "সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক প্রতি সম্মান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত। সংলাপ ও কূটনীতিই সংঘাত সমাধানের একমাত্র স্থায়ী পথ।"

একইসঙ্গে তিনি বৃহস্পতিক বায়হর দুর্বলতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থাই সবচেয়ে চিন্তার বিষয়। তিনি বলেন, "সংস্কারকৃত বৃহস্পতিক বায়হর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় শ্রেণিতেই সংস্কার জরুরি।"

বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে জয়শঙ্কর বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে এক অস্থির সময় চলছে। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং জলবায়ু সঙ্কট বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আশা বাড়ছে যে ত্রিস একটি গঠনমূলক ও স্থিতিশীল ভূমিকা নেবে। এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী, রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী, ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী-সহ একাধিক **৬ এর পাতায় দেখুন**



পশ্চিম এশিয়া সংকট শিগগির শেষ হবে না, সতর্ক করলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী



নয়া দিল্লি, ১৪ মে (আইএএনএস)। ইরান-সংক্রান্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং তার জেরে সৃষ্ট বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান সংকট শিগগিরই শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটি এর অর্থনৈতিক প্রভাব আরও তীব্র হতে পারে।

একটি সম্মেলনের ভাষণে তিনি জানান, হরমুজ প্রণালী দীর্ঘ দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে কাঁচ তেল বন্ধ থাকায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব ইতিমধ্যেই দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটের মাধ্যমে স্পষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে এশিয়ায়, যেখানে গালফ অঞ্চলের জ্বালানি ও গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের ওপর ব্যাপক নির্ভরতা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের অঞ্চলের অনেক দেশ ইতিমধ্যেই জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি হচ্ছে। বিমান সংস্থাগুলি ফ্লাইট কমিয়েছে, কারখানাগুলো বিলম্বের মুখে পড়ছে। এই বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; খাদ্য, সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণেও এর প্রভাব পড়বে।

ওং আরও বলেন, হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু হলেও পরিস্থিতি দ্রুত **৬ এর পাতায় দেখুন**

তেলিয়ামুড়ায় এটিএম প্রতারণার নতুন ফাঁদ! সেলোটপ কৌশলে উধাও গ্রাহকের টাকা চাঞ্চল্য শহরজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ মে। শহরজুড়ে কি তবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতারণার নতুন চক্র? এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে এখন কি আতঙ্কে দিন কাটাতে হবে সাধারণ মানুষকে? তেলিয়ামুড়ার নেতাজিগণের এলাকায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক-এর এটিএমকে কেন্দ্র করে সামনে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগ, এটিএমের টাকা বেরোনের

ড্রোন হামলায় ওমান উপকূলে ডুবে গেল ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ, নিন্দা জানাল দিল্লি

মাস্কট/নয়া দিল্লি, ১৪ মে। হাজি আলি নামে একটি ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ সন্দেহভাজন ড্রোন হামলার পর ওমান-এর উপকূলে ডুবে গেছে। ঘটনায় জাহাজে থাকা ১৪ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করেছে ওমান কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি ঘিরে পশ্চিম এশিয়ায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জাহাজটি গুজরাত-এর সালায় বন্দরে নথিভুক্ত ছিল এবং সোমালিয়া থেকে শারজাহ-এর দিকে গবাদিপণ্ড পরিবহন করছিল। এটি জাহাজের ১৪ জন নাবিক দ্রুত বিপদ সংকেত সোমালিয়া থেকে যাত্রা করছিল বলে জানা গেছে। বিদেশ মন্ত্রক ওই ঘটনায় কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতি ভোর আনুমানিক ৩:৩০ মিনিটে ওমানের উত্তরের উপকূলের কাছাকাছি লিমাহ অঞ্চলে জাহাজটি একটি অজ্ঞাত বিস্ফোরক বস্তু আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে এটিকে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্রম নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জাহাজের পর জাহাজে আতঙ্ক ধরে যায় এবং পরে সেটি সমুদ্রে ডুবে যায়।

জাহাজের ১৪ জন নাবিক দ্রুত বিপদ সংকেত পাঠিয়ে **৬ এর পাতায় দেখুন**

কেরলের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ভি.ডি. সতীশন, জল্পনার অবসান কংগ্রেসে

নয়া দিল্লি/তিরুবনন্তপুরম, ১৪ মে (আইএএনএস)। টানা জল্পনা, দরকষাকষি এবং রাজনৈতিক লবিংয়ের পর অবশেষে কেরলের ১৩তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভি. ডি. সতীশন-এর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস হাইকমান্ড। দলের অন্দরে এই সিদ্ধান্তকে কেরল রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা দীপা দামশুম্ভি, মুকুল ওয়াসনিক এবং অজয় মাকেন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে জোরদার আলোচনা চলছে। **৬ এর পাতায় দেখুন**

ভূটানের প্রধানমন্ত্রী তোবগে এবং রাজা জিগমে-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ সাংসদ বিপ্লব ও প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে ভারতের সংসদীয় একটি প্রতিনিধিদল ভূটান সফরে রয়েছে। শ্রী দেবের নেতৃত্বে ভারত-ভূটান সফরের প্রতিনিধি দল আজ ভূটানের

কাজ সারতে মন্ত্রী সাইকেল ব্যবহার করেন। পরে একটি গাড়িতে মোহনপুর বিধানসভা অঙ্গণে লেফুসা এবং গামছা কোবরা পর্যন্ত গিয়ে কাজকর্ম দেখেন, তারপর ই-অটোতে করে সচিবালয়ে পৌঁছান।

কৃষিমন্ত্রী জানান, গরুগালা থেকেই **৬ এর পাতায় দেখুন**

রাজ্য সরকার দ্রুত বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদগুলি পূরণের চেষ্টা করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ববোধে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জন্য জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে এবং প্রকৃত মানুষের মতো মানুষ হলে

তার প্রশংসা কুড়াবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই। শিক্ষক-শিক্ষিকরা হলেন আগামী প্রজন্মকে মানুষ **৬ এর পাতায় দেখুন**

জ্বালানি সাশ্রয়ে নিজ এলাকায় ঘুরলেন বাইসাইকেলে

ব্যাটারি চালিত অটোতে মহাকরণে গেলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। রাজ্যের নিয়োহেন। সকালে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি নিজের এসকট ব্যবস্থাকে বিদায় জানিয়ে দৈনন্দিন যাতায়াতে বাইসাইকেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত **৬ এর পাতায় দেখুন**

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এসকট ছাড়লেন মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মন্ত্রী জানান, আজ থেকে তাঁর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত দুটি এসকট গাড়ি আর ব্যবহার করা হবে না। জ্বালানি সাশ্রয় **৬ এর পাতায় দেখুন**

রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে : খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল, এল.পি.জি. সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কোনও ধরনের সংকট নেই। তাই জনগণকে উৎকণ্ঠিত হয়ে পেট্রোল পাম্পগুলিতে অযথা ভিড় না বাড়ানোর জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্য ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যে বিভিন্ন জ্বালানি ও

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মজুত সম্পর্কে বলতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আজ খাদ্য দপ্তরের সচিব কে. শশীকুমার, অধিকর্তা সুমিত্র লোধ, আই.ও.সি.এল., এইচ.পি.সি.এল, বি.পি.সি.এল.

এর প্রতিনিধি, সদর, জিরানীয়া ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সহ খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জানানো হয়েছে রাজ্যের ১৪৯টি পেট্রোল পাম্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে পেট্রোল, ডিজেল মজুত রয়েছে। রাতার গ্যাস তথা এল.পি.জি.-এরও কোনও সংকট নেই। তাই এখনই এ সকল জ্বালানি বিক্রিতে রেশনিং বাবস্থা চালু করা **৬ এর পাতায় দেখুন**

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে লরি, প্রাণে রক্ষা পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ মে। গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল বসন্তবাড়িতে। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাভূমিতে। অন্ধের জন্য প্রাণে রক্ষা পান বাড়ির সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে বোধজংগের খানার অন্তর্গত আর কে নগর গ্রুপ স্টোরি এলাকায়।

জানা যায়, টিআর-০১-বি-১৬৪৮ নম্বরের একটি লরি গভীর রাতে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর রাজ্যের পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে লরিটি। প্রথমে কয়েকটি সুপারি গাছ ভেঙে ফেলে গাড়িটি, তারপর সরাসরি বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। সংঘর্ষের জেরে ঘরটি প্রায় চূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় ওই ঘরে কেউ উপস্থিত না থাকায় বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশেপাশের বাসিন্দারা। **৬ এর পাতায় দেখুন**

নারী স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতেছে

সংখ্যালঘুদের সমস্যা কেবল সংখ্যা নয়, বরং ক্ষমতার খেলায়। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালতে সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হইয়াছে চারদিকে। নারীরা দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু, অথচ এখনও তাঁহাদের রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত করা হইল না কেন? প্রশ্ন তুলিলেন দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিজি নাগরত্ন। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের একমাত্র মহিলা বিচারপতি। দাবি উঠিয়াছে, সংসদে মহিলাদের অস্তিত্ব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ২০২৩ সালে পাস হওয়া 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বা সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনী আইনের কিছু ধারাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছিলেন কংগ্রেস নেত্রী জয়া ঠাকুর। এই আইন অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। আইন পাস হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবে তাহা কার্যকর হয়নি। আদালত জানাইয়াছে, আইন প্রয়োগের দায়িত্ব সরকারের, আদালতের নয়। তাই সরকারকে নোটিস পাঠাইয়া জানাইতে বলা হইয়াছে, তাহারা কবে এবং কীভাবে সংরক্ষণের বাস্তবায়ন শুরু করিবে। এই ঘটনা নিয়ে সমাজচিত্তকদের মধ্যে নানা রকমের প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভাল-মন্দ নিয়ে। কথা হইতেছে সমাজের নানা স্তরে। সংরক্ষণের আইন পাস হওয়ার দু'বছর পরেও হাতেকলমে কার্যকর হইল না বলিয়া আক্ষেপ রহিয়াছে। "সংরক্ষণের আইনকে বাহ্য দেওয়ার কিছু নাই। কারণ, এটা মহিলাদের অধিকার। কিন্তু বিচারপতি নাগরত্ন এটাকে কার্যকর করিবার জন্য পদক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া ভাল লাগিল। পঞ্চায়েতে নারীদের আসন সংরক্ষণের আইন করিয়া কিন্তু ভাল ফল মিলেছে। আশা করছি, সে রকমই সংসদেও নারীদের উপস্থিতি বাড়িবে আর তাহাতে বাস্তব সমস্যাগুলো প্রকাশ্যে আসিবে যদি অর্ধবছর পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে, তাহা হইলে প্রতীকী বৈচিত্রের উর্ধে উঠিতে হইবে। যে ভাবে এক জন হিন্দু, ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁহার সমস্যা বলিবেন, যে ভাবে এক জন উচ্চবিত্ত নারী তাঁহাদের লড়াই তুলিয়া ধরিবেন, সে ভাবে দলিত বা আরও সংখ্যালঘুদের সংখ্যালঘু মুসলিম নারী অথবা প্রান্তিক যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়ের মেয়ে বলিতে পারিবেন না। মানে, সমস্যাগুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আলাদা। পুরুষদের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।" পাশাপাশি, ৩৩ শতাংশ নারীকে সংসদে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হইবে, কতটা তাঁহাদের কথা শোনা হইবে। মেয়েরা অবশ্যই সংখ্যালঘু। কিন্তু সব মেয়েকে এক সারিতে এক ভাবে রাখা যাইবে না। এক জন দলিত মেয়ে, এক জন মুসলিম মেয়ে, এক জন ব্রাহ্মণ মেয়ে এক ছকে পড়িবেন না। একই ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ মেয়ে, অর্থনৈতিক ভাবে পিছাইয়া থাকা মেয়েরও জায়গা ভিন্ন। সব জায়গার সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধি দরকার। এক এক জন এক এক ভাবে তাঁহাদের সম্প্রদায়, তাঁহাদের সমাজের কথা বলিবেন। তেমনই এক জন পুরুষ আর নারী কোনও ভাবেই এক সারিতে বসিতে পারেন না। এক নারীর সমস্যা এক জন পুরুষ বলিবেন না। মেয়েদের কথা মেয়েরাই বলিবেন। তাই নারীদের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। এবং সে ক্ষেত্রে নানা দিকের মেয়েরা থাকুক, এটাই চাই।" সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু হয়েও মেয়েরা নেই কেন? তাহা হইলে কি পিতৃতন্ত্র এটাই ভাবে যে, মেয়েদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নাই? মেয়েরা পারিবেন না? কিন্তু পারিবারি জন্য যে সুযোগসুবিধা দেওয়া দরকার, সেটাও তা দেওয়া হয় না তাঁহাদের। বদলে তাঁহাদের জায়গা দখল করিয়া রাখিয়া দেন পুরুষেরা।"

এই পরিস্থিতির নেপথ্যে আসলে কেবল সংখ্যা নাই। আছে ক্ষমতার রাজনীতি আর প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি। সংসদে নারীদের অসুস্থিতিতে তা কেবল নারীদের ইস্যু নয়। এটা নীতিনির্ধারণের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রের চেহারা বদলে যাইবে নারীদের উপস্থিতি বাড়িলে। তাই এই আইনের মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে দেওয়া হইতেছে ক্ষমতায়নের পথ খুলিয়া দেওয়া হইতেছে, এ সব কিছুই নয়। আসলে ক্ষমতার সমবন্টন প্রয়োজন। আর এটার মাধ্যমে সেটাই হওয়ার স্বপ্ন দেখিতে পারি আমরা।"

রাষ্ট্রগঠনে নারীদেরও সহনির্মাণ হইতে হইবে। কেবল নারী কেন, যে কোনও প্রান্তিক লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের মানুষকেই সেই জায়গাটি দিতে হইবে। তাই সংসদে মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা কম থাকিবার ঘটনায় উদ্বেগের বিষয় কেবল সংখ্যা নয়। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বা কেন্দ্রীকরণই আসলে দুর্ভিক্ষের কারণ। আর এই সংরক্ষণ যদি হয় সেই পরিবর্তনের সূচনা, তাহা হইলে এই আইন কার্যকর করিতে হইবে, বাস্তবায়িত করিতে হইবে।

৫ দফা দাবিতে কুমারঘাট ব্লক অফিসে ভিবিজি-রামজি কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরণ, ১৪ মে: নিজেদের ন্যায্য অধিকার ও দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান চেয়ে কুমারঘাট ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দিলেন ভিবিজি-রামজি তথা পূর্বতন এমজিএনরেগা প্রকল্পের কর্মচারীরা। ব্লক অধিকারিক ডা. সুদীপ ভৌমিকের হাতে পাঁচ দফা দাবিসমূহের স্মারকলিপি তুলে দিয়ে দ্রুত সমাধানের দাবি জানান তারা। ২০০৮ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার কুমারঘাট ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রথম পর্যায়ে ৩৫ জন কর্মীকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করে। পরে ২০০৯ ও ২০১২ সালে ধাপে ধাপে আরও কর্মী নিয়োগ হয়। অভিযোগ, দেড় দশক পরেও নিয়মিতকরণ হয়নি। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর রেগা প্রকল্পের নাম বদলে ভিবিজি-রামজি করা হলেও বদলয়ানি অনিয়মিত কর্মচারীদের ভাগ্য। সংগঠনের দাবি, বর্তমান জোট সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও আট বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি। উল্টে বেতন প্রদানে চলাছে অনিয়ম। রাজ্যের সব ব্লকে চলছে ডেপুটেশন কর্মসূচি।

সংগঠনের উনকোটি জেলা সভাপতি বিক্রম দত্ত বলেন, "অবিলম্বে কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বেতনভাতা বৃদ্ধি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাড়ানো, চাকরি মেয়াদ ৬০ থেকে ৬৫ বছর করা এবং বছরে দুবার মর্যাদভাতা দিতে হবে।" প্রথম পর্যায়ের ব্লক আধিকারিক, এরপর জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন।

জেলা সম্পাদক সুদীপ দে অভিমোগ করেন, "নিয়মিত বেতন প্রদানেও চলাছে চরম অনিয়ম। এক মাস ধরে বেতন বাক্যে। পরিবার চালাতে চরম সমস্যা হচ্ছে।" চাকরির শুরু থেকেই বঞ্চনার শিকার ভিবিজি-রামজি কর্মীরা। ন্যায্য দাবি আদায়ে এবার আন্দোলনের পথে তারা। এই আন্দোলনে সরকারের টমক নড়বে কি না, সেটাই এখন দেখার।

‘সুদেষ্ণাতেই অবরুদ্ধ অনিকেত’

বিচ্ছেদের মতনই একটা বড় যন্ত্রণা যা প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ই এখনও হৃদয় গভীরে অনন্ত প্রেম যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়ে কাটাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, সুদেষ্ণা ছিল অনিকেতের ভালোবাসার বিশ্বাস আবেগ ও প্রেম আর আজ তারা দুজনই পারিবারিক দায়বদ্ধতা, অশান্তির সাথে আবেগের সংঘাত, যার ফলস্বরূপ দুটি হৃদয়। পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালোবাসায় জড়িয়ে জটিল অবস্থায় স্বীকার। জীবনের প্রথম ভালোবাসা, যেখানে হৃদয়ান্তর দিয়ে ভালোবেসে যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

গিয়ে কিছুই করতে পারতো না, করতো না। প্রতিবছরই এই মুখার্জী বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো তখন, যা এখন আর হয়না। সপ্তমীর অঞ্জলী প্রদান হতো বিসর্জন অর্পি পাড়ার সবাই এই কয়টা দিন মুখার্জী বাড়ীতেই খাওয়া, আনন্দ সবকিছুতেই যোগদান করতাম। সুদেষ্ণা এতটাই সুন্দরী ছিল যে সকলের নজরে পড়ার মতো দেখতে। পড়াশুনার সাথে সাথে ভারতনাট্যমেও পারদর্শী। সুদেষ্ণা পাড়া থেকে স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই সবার প্রথমেই তার যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

গিয়ে কিছুই করতে পারতো না, করতো না। প্রতিবছরই এই মুখার্জী বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো তখন, যা এখন আর হয়না। সপ্তমীর অঞ্জলী প্রদান হতো বিসর্জন অর্পি পাড়ার সবাই এই কয়টা দিন মুখার্জী বাড়ীতেই খাওয়া, আনন্দ সবকিছুতেই যোগদান করতাম। সুদেষ্ণা এতটাই সুন্দরী ছিল যে সকলের নজরে পড়ার মতো দেখতে। পড়াশুনার সাথে সাথে ভারতনাট্যমেও পারদর্শী। সুদেষ্ণা পাড়া থেকে স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই সবার প্রথমেই তার যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

গিয়ে কিছুই করতে পারতো না, করতো না। প্রতিবছরই এই মুখার্জী বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো তখন, যা এখন আর হয়না। সপ্তমীর অঞ্জলী প্রদান হতো বিসর্জন অর্পি পাড়ার সবাই এই কয়টা দিন মুখার্জী বাড়ীতেই খাওয়া, আনন্দ সবকিছুতেই যোগদান করতাম। সুদেষ্ণা এতটাই সুন্দরী ছিল যে সকলের নজরে পড়ার মতো দেখতে। পড়াশুনার সাথে সাথে ভারতনাট্যমেও পারদর্শী। সুদেষ্ণা পাড়া থেকে স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই সবার প্রথমেই তার যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

গিয়ে কিছুই করতে পারতো না, করতো না। প্রতিবছরই এই মুখার্জী বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো তখন, যা এখন আর হয়না। সপ্তমীর অঞ্জলী প্রদান হতো বিসর্জন অর্পি পাড়ার সবাই এই কয়টা দিন মুখার্জী বাড়ীতেই খাওয়া, আনন্দ সবকিছুতেই যোগদান করতাম। সুদেষ্ণা এতটাই সুন্দরী ছিল যে সকলের নজরে পড়ার মতো দেখতে। পড়াশুনার সাথে সাথে ভারতনাট্যমেও পারদর্শী। সুদেষ্ণা পাড়া থেকে স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই সবার প্রথমেই তার যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

গিয়ে কিছুই করতে পারতো না, করতো না। প্রতিবছরই এই মুখার্জী বাড়ীতে ঘটা করে দুর্গাপূজা হতো তখন, যা এখন আর হয়না। সপ্তমীর অঞ্জলী প্রদান হতো বিসর্জন অর্পি পাড়ার সবাই এই কয়টা দিন মুখার্জী বাড়ীতেই খাওয়া, আনন্দ সবকিছুতেই যোগদান করতাম। সুদেষ্ণা এতটাই সুন্দরী ছিল যে সকলের নজরে পড়ার মতো দেখতে। পড়াশুনার সাথে সাথে ভারতনাট্যমেও পারদর্শী। সুদেষ্ণা পাড়া থেকে স্কুলে কোন অনুষ্ঠান হলেই সবার প্রথমেই তার যোগদান নাচে, গেনে সবচেয়েই তার ডাক ও উপস্থিতি। আর তাছাড়া মুখার্জী বাবু ও উনার স্ত্রী সর্বদাই মেয়েদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যেখাল রাখতে ও কঠোর ছিল বিশেষকরে মেয়েরা যাতে বিপথে চলে না যায়।

গঙ্গাধর বাবুর শিক্ষকতার জীবনে একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এই সুবিলম্ব ভট্টাচার্য যিনি নেতাজী স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। সু-বিমলবাবুর স্ত্রী মঞ্জুরী দেবী ছিলেন শহরে একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী যিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা, আবৃত্তি করতেন এবং খুব নাম ডাক ছিল উনার। জীবনে বহু মেডেল, প্রাইজ পেয়েছেন মঞ্জুরী দেবী আবৃত্তি করেই। সুবিলম্ব বাবুর একমাত্র পুত্রের নাম "অনিকেত", যথেষ্ট মেধাবী, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ছাত্র হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র থাকাকালীন এই অনিকেত বায়োলজী কোর্সিং এর সুবাধে সপ্তাহে ৩/৪ দিন গঙ্গাধর মুখার্জীর বাড়ী আসতো। আর তখনই কোন এক কারনবশতঃ প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল অনিকেতের মুখার্জীর পরিবার। মুখার্জী বাবু পেশাগত ভাবে শিক্ষক। উনার স্ত্রী রত্নাদেবী উনিও তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। দুজনেই এখন বৃদ্ধ বয়সে অবসরের পর বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। মুখার্জী বাবুর দুই মেয়ে নম্রতা ও সুদেষ্ণা। বড় মেয়ে নম্রতা ব্যঙ্গালুরে থাকে। নম্রতা ও তার স্বামী দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যঙ্গালুরে। সুদেষ্ণা নেতাজী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। গঙ্গাধর বাবু ও উনার স্ত্রী সংযোজনের কেরিয়ার বিষয়ে ভীষণ শৃঙ্খলা বোধ ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। আর তাই পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিসহ স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরোকে নিয়ে ১০ তথ্য

স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকৃতিবিদ ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। প্রায় আট দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি লাইফ অন আর্থ ও দ্য ব্লু প্ল্যানিট—এর মতো বিশ্বখ্যাত তাঁর তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর কাজগুলো যেমন দর্শকপ্রিয়, তেমনি শিক্ষণীয়। এক শতাব্দীর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অসংখ্য সফল। চলে, যা হয়তো তোমরা আগে কখনো শোনেনি।

১. প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার শুরু যেভাবে—প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা শুরু হয়েছিল শৈশবে পড়া একটি বই থেকে। মার্কিন লেখক আর্নেস্ট থম্পসন স্টেটনের লেখা ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস আই হ্যাভ কোন বইটিই তাঁর মনে প্রাণিজগতের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছিল। ২. তাঁর প্রিয় প্রাণী কোনটি— স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরোর প্রিয় প্রাণীর তালিকাটি বেশ দীর্ঘ ও তিনি প্রায়ই এটি পরিবর্তন করেন। একবার লন্ডনের কিংস্টনে এক অনুষ্ঠানের আলাপক্ষলে তিনি জানিয়েছিলেন, সেই সময়ের তিনি প্রিয় প্রাণী ছিল উইডি সিড্ডা। গন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে তিনি এই অদ্ভুত সুন্দর প্রাণীটি নিয়ে গবেষণা ও চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। ৩. ইঁদুর তাঁর মোটেও পছন্দ নয়— পুরো পৃথিবী যার কাছে অভয়রাগা, সেই অ্যাটেনবরোকে কিন্তু ইঁদুর একমম সহ্য করতে পারেনা না। যদিও তিনি মনে করেন, সব প্রাণীরই সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু ইঁদুর দেখলে তিনি অস্বস্তিতে পড়ে যান। এই ভয়ের শুরু হয়েছিল তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবনের এক অভিযানের সময়। প্রচণ্ড বজ্রবৃষ্টির রাতে একটি খঁড়ের কুঁড়েঘরে ঘুমানোর সময় তিনি অনুভব করেন, তাঁর পায়ে ওপর দিয়ে কিছু একটা চলে যাচ্ছে। চর্চ জালিয়ে তিনি দেখেন কেবল একটি নয়, বিহান্না আর মেঝেজুড়ে অনেকগুলো ইঁদুর ছোট্ট ছোট্ট করে। সেই রাতেই তিনি লন্ডনে গেলেন। ৪. তাঁর দেখা সবচেয়ে বিরল প্রাণী— স্যার ডেভিডের দেখা সবচেয়ে বিরল প্রাণীটি ছিল গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের সেই বিখ্যাত কচ্ছপ লোনসাম জর্জ। ২০১২ সালের ২৪ জুন মারা যাওয়ার আগে এটিই ছিল এর প্রজাতির শেষ দেখা থাকা সদস্য। প্রায় ১০০ বছর ধরে এই প্রজাতির কচ্ছপকে বিলুপ্ত দেখার।

করা হলেও বিজ্ঞানীরা হঠাৎ জর্জকে খুঁজে পান। ৫. তিনি লন্ডন ছাড়া অন্য কোথাও থাকেন না— পুরো জীবন বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করে কাটালেও স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো থাকতে পছন্দ করেন নিজের শহর লন্ডনে। ৭০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি এই শহরেই বসবাস করছেন। ওয়াশিংটন লন্ডন উভুকেমেন্টারিতে তিনি লন্ডনের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিতে তুলে ধরেন। লন্ডনের প্রকৃতি নিয়ে তৈরি সেই তথ্যচিত্রেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ভালো লাগার কথা। ৬. বিবিসি তাঁর জীবনের প্রথম চাকরির আবেদনই গ্রহণ করেনি— শুনলে অবাক লাগবে, আজ যিনি বিবিসির সবচেয়ে পরিচিত মুখ, ক্যারিয়ারের শুরুতে তাঁকেই এই সংস্থা ফিরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৫২ সালে তিনি রেডিও প্রযোজক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর হাতে লেখা আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যাত সিল মেরে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য বিবিসি খুব ক্রুদ্ধই তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং সেই বছরের শেষ দিকেই তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ দেয়। এর কয়েক বছর পর, ১৯৬৫

স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকৃতিবিদ ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। প্রায় আট দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি লাইফ অন আর্থ ও দ্য ব্লু প্ল্যানিট—এর মতো বিশ্বখ্যাত তাঁর তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর কাজগুলো যেমন দর্শকপ্রিয়, তেমনি শিক্ষণীয়। এক শতাব্দীর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অসংখ্য সফল। চলে, যা হয়তো তোমরা আগে কখনো শোনেনি।

স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকৃতিবিদ ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। প্রায় আট দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি লাইফ অন আর্থ ও দ্য ব্লু প্ল্যানিট—এর মতো বিশ্বখ্যাত তাঁর তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর কাজগুলো যেমন দর্শকপ্রিয়, তেমনি শিক্ষণীয়। এক শতাব্দীর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অসংখ্য সফল। চলে, যা হয়তো তোমরা আগে কখনো শোনেনি।

স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকৃতিবিদ ও তথ্যচিত্র নির্মাতা। প্রায় আট দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি লাইফ অন আর্থ ও দ্য ব্লু প্ল্যানিট—এর মতো বিশ্বখ্যাত তাঁর তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর কাজগুলো যেমন দর্শকপ্রিয়, তেমনি শিক্ষণীয়। এক শতাব্দীর এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অর্জন করেছেন অসংখ্য সফল। চলে, যা হয়তো তোমরা আগে কখনো শোনেনি।

নীট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নফাঁস মামলায় সিবিআইয়ের নজরে সিকারের মেডিক্যাল পড়ুয়া ও অভিযুক্তদের আত্মীয়রা

জয়পুর, ১৪ মে (আইএনএস): রাজস্থানের কোচিং হাব সিকারকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে নীট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নফাঁস চক্রের। ইতিমধ্যেই এই মামলায় কোচিং সেন্টার, দালালাচক্র, পত্নীক্ষার্থী এবং অভিযুক্তদের আত্মীয়দের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করেছে সিবিআই।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্ত যশ যাদব ও বিকাশ সিকারের একটি কোচিং সেন্টারে একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন। সেখান থেকেই প্রশ্নফাঁস চক্রের নেতৃত্বাধীন গড়ে ওঠে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কীভাবে এই চক্র কোচিং মহল ও ছাত্রদের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, বৃন্দাবর জয়পুর থেকে

চারজন মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ধৃতরা হলেন মাদিলাল বিওয়াল, দীনেশ বিওয়াল, হরিয়ানার বাসিন্দা যশ যাদব এবং মাদিলালের ছেলে বিকাশ। আদালতে তোলার পর তাঁদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দীপাবলির সময় থেকেই অভিযুক্তদের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে এ বছর নীট-এর প্রশ্নপত্র আগাম পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, পরীক্ষার বহু মাস আগেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল প্রশ্নফাঁস চক্র।

সিবিআই সূত্রে আরও জানা যায়, মহারাষ্ট্রের আহিল্যাবাই নগরের বাসিন্দা ধনঞ্জয়ের কাছ থেকেই প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় বলে

অভিযোগ। পরে সেই প্রশ্নপত্র নাসিকের শুভম খৈরনারের মাধ্যমে হরিয়ানার যশ যাদবের কাছে পৌঁছায়। সেখান থেকে তা রাজস্থানের মাদিলাল ও দীনেশ বিওয়ালের হাতে এসে এবং পরে সিকার ও জয়পুরে ছড়িয়ে পড়ে। তদন্তের পরিধি এখন অভিযুক্তদের আত্মীয়দের দিকেও বাড়ানো হয়েছে। দীনেশ বিওয়ালের ডাইনি সোনিয়া বর্তমানে মুম্বইয়ের একটি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছেন। আরও এক ডাইনি পলকও তদন্তের আওতায় রয়েছেন। এছাড়া মাদিলাল বিওয়ালের মেয়ে প্রকৃতি, যিনি দৌসা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী, এবং বিকাশ, যিনি সওয়াই মাধোপুর মেডিক্যাল কলেজে আসন পেয়েছেন, তাঁদের ভর্তি প্রক্রিয়াও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, দীনেশ বিওয়ালের ছেলে স্বধি এখনও পলাতক। সিকারের রাকেশ মাণ্ডওয়ারিয়া এবং জয়পুরের প্রজাপত নামে আরও এক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। ইতিমধ্যে সিকারেই ঘটি গেড়েছে তদন্তকারী দল।

রাজস্থান এসওজি আগে যেসব অভিযুক্তদের আত্মীয়দের দিকেও আটক করেছিল, তাঁদের অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁদের শহর ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠেছে দেশের বৃহত্তম মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিয়ে। পাশাপাশি আন্তঃ রাজ্য জাল চক্রের সক্রিয় ভূমিকা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

মাত্র ২০ বছরেই ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আস্থা অর্জন করেছে এনডিআরএফ: অমিত শাহ

গাজিয়াবাদ, ১৪ মে (আইএনএস): উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বৃহস্পতিবার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-এর প্রেসিডেন্টস কালার অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই এনডিআরএফ দেশের ১৪০ কোটি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

অমিত শাহ এনডিআরএফের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং বাহিনীর সদস্যদের সালাম গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন এনডিআরএফের শীর্ষ আধিকারিকরাও।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “আজ এনডিআরএফ প্রেসিডেন্টস কালার সম্মানে ভূষিত হয়েছে, যা আমাদের সকলের কাছে গর্বের বিষয়। এই সম্মান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের সেবা, সাহস, বীরত্ব ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি।”

তিনি বলেন, যে কোনও বাহিনীর জন্য প্রেসিডেন্টস কালার প্রাপ্তি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। গত দুই দশকে নিজেদের কর্মনিষ্ঠা ও মানবিক পরিষেবার মাধ্যমে এনডিআরএফ এই সম্মানের যথার্থ মর্যাদা রেখেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অমিত শাহ বলেন, “দেশের কোথাও বিপর্যয় ঘটলে এনডিআরএফের পোশাক পরা

সদস্যদের দেখেই মানুষ আশান্ত হন। তাঁদের বিশ্বাস জন্মায় যে তাঁরা উদ্ধার পাবেন। মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই এই বাহিনী দেশের ১৪০ কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।”

তিনি আরও জানান, শুধু মানুষের জীবনই নয়, দুর্যোগের সময় পশুদেরও উদ্ধার করে এনডিআরএফ। প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েই বাহিনী কাজ করেছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাপপ্রবাহ-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর কথায়, “আমরা

এমন অবস্থায় পৌঁছেতে চাই যেখানে দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।” তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী-র নেতৃত্বে ২০১৪ সালের পর থেকে শুধু দুর্যোগের ভুক্তি কমলো না, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করার কাজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্টস কালার অ্যাওয়ার্ড বা ‘নিশান’ হল সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর জন্য অন্যতম সর্বেচ্ছিত সম্মান। অসাধারণ পরিষেবা, নিষ্ঠা ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করা হয়। এই প্রতীক বাহিনীর আধিকারিকরা তাঁদের ইউনিফর্মের বাম হাতায় ধারণ করেন।

দিল্লির চলন্ত বাসে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার দুই

নয়াদিল্লি, ১৪ মে (আইএনএস): দিল্লির নাংলোই এলাকায় একটি চলন্ত বাসের কারি বাসে এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে চাপলা ছড়িয়েছে। ঘটনার পর নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ব্যবহৃত বাসটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাতে রানিবাগ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নির্যাতিতা পিতমপুরার ঝুপিউ এলাকায় বসবাস করেন এবং মঙ্গোলপুরীর একটি কারখানায়

কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো ১১ মে রাতের কাছ শেষে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় সরস্বতী বিহারের বি-রু বসস্ট্যান্ডের কাছে একটি ম্লিপার বাস এসে দাঁড়ায়।

অভিযোগ, বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কাছে সময় জানতে চাইলে জোর করে তাঁকে বাসের ভিতরে টেনে নেওয়া হয়। এর পর বাসটি নাংলোই এলাকার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই ওই মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা বিবাহিতা এবং তাঁর তিন সন্তান রয়েছেন। মেডিক্যাল পরীক্ষার পর রানিবাগ থানায় একইআইসিএর দায়ের করা হয়। পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। গোটা ঘটনার বিচিত্র দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, এর আগেও গত ৯ মে পশ্চিম দিল্লির জনকপুরী এলাকার একটি সেন্সরকারি স্কুলে তিন বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে গঠে স্কুলেরই ৫৭ বছর বয়সি এক কর্মীর বিরুদ্ধে।

শিশুটির মা ১ মে জনকপুরী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে অনুযায়ী, ৩০ এপ্রিল স্কুলে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরে শিশুটি অসুস্থতার কথা জানায়। পরে মায়ের জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, স্কুলের নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই কর্মী তাকে যৌন নির্যাতন করে।

ঘটনার ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহতির ধর্ষণ সক্রান্ত ধারা এবং পকসো আইনে মামলা দায়ের করা পুলিশ। পরে শিশুটির শনাক্তকরণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্কুলকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চমক বিজেপির, বিধানসভার স্পিকার পদে প্রথমবারের বিধায়ক রথীন্দ্র বসুকে প্রার্থী ঘোষণা

কলকাতা, ১৪ মে (আইএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার পদে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে জন্মনার মাঝে বড় চমক দিল রাজ্যের শাসকদল। বৃহস্পতিবার বিধানসভার নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, স্পিকার পদের জন্য বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন প্রথমবারের বিধায়ক রথীন্দ্র বসু।

এর আগে মনে করা হচ্ছিল, দীর্ঘ বিধানসভা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক তপস রায়-কেই স্থায়ী স্পিকার করা হতে পারে। বর্তমানে তিনিই নবগঠিত বিধানসভার প্রোটো স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত বিধায়কদের শপথস্বাক্ষার পাঠ করছেন।

কিন্তু সব জন্মনায় জল ঢেলে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বসুর নাম ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, “কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শ্রী রথীন্দ্র বসুকে অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় স্পিকার পদের জন্য আমাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আশা করি সব পক্ষ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সমর্থন করবে এবং তিনি সঙ্গোপসঙ্গোভাবে নির্বাচিত হবেন।”

তুণমূল কংগ্রেস-সহ অন্য কোনও বিরোধী দল যদি স্পিকার পদের জন্য আলাদা প্রার্থী না দেয়,

তাহলে রথীন্দ্র বসুই সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হবেন। সে ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের কোনও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনিই হবেন প্রথম স্পিকার।

উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তুণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে-কে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে হারিয়ে জয়ী হন রথীন্দ্র বসু।

প্রার্থী ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, “দলের অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সর্বাঙ্গিক দক্ষতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব।” তিনি আরও বলেন, “তুণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে

বিধানসভায় বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ ছিল না। বিজেপি সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের কোনও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনিই হবেন প্রথম স্পিকার।

উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তুণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে-কে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে হারিয়ে জয়ী হন রথীন্দ্র বসু।

প্রার্থী ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, “দলের অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সর্বাঙ্গিক দক্ষতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব।” তিনি আরও বলেন, “তুণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে

কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীর পোশাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল

কলকাতা, ১৪ মে (আইএনএস): সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে হাজির হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন-এর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়।

এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সিরসন্যা

বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রবীণ আইনজীবী ও তুণমূল কংগ্রেসের চারবারের লোকসভা সাংসদ কল্যান ব্যানার্জির পুত্র। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি স্বপ্নটির উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে তুণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। তবে বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন এনএসজি কম্যান্ড্যান্ট-র কাছে তিনি ১০ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায় এতিহাসবাহী কালো আইনজীবীর কোট ও সাপা করার ব্যাচ পরে আদালতে হাজির হতে। তাঁর

পরিচিত সাদা-নীল পাড় শাড়ির সন্দেশ ছিল এই আইনজীবীর পোশাক।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে স্পেশাল ইনচেনসিভ রিভিশন সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে তিনি সূত্রিমা কোর্টেও উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন ভারতের প্রধান বিচারপতি-র বেঞ্চে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন তিনি। তবে সেই মামলায় তিনি আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত হননি।

এবার কলকাতা হাইকোর্টে তিনি সরাসরি আইনজীবীর ভূমিকায় সওয়াল করতে হাজির হন। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ

বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার ডাবানীপুর কেন্দ্র থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী-র কাছে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচনে ব্যক্তিগত ও দলীয় পরাজয়ের পরেও তিনি রাজ্যবাসীদের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেননি। তাঁর দাবি ছিল, নির্বাচনের ফল প্রকৃত জন্মতের প্রতিফলন নয়। পরে রাজ্যপাল পূর্ববর্ত বিধানসভা ভেঙে দিলে তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যায় এবং তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা পান।

মেঘালয় পুলিশের সক্ষমতা বাড়তে নতুন গাড়ির বহর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

শিলং, ১৪ মে (আইএনএস): মেঘালয় পুলিশের কার্যক্ষমতা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং চলাচলের সুবিধা আরও শক্তিশালী করতে নতুন গাড়ির বহর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা। বৃহস্পতিবার শিলংয়ের গলফলিঙ্গে পুলিশ অফিসার্স মেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই নতুন বহরের সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয় পুলিশের ডিজিপি, শীর্ষ সরকারি আধিকারিক এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মীরা। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মেঘালয় পুলিশের জন্য মোট ৯৫টি নতুন গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৯টি গাড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের ‘সেন্ট্রাল

অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেট পুলিশ স্কিম’-এর আর্থিক সহায়তায় কেনা হয়েছে।

নতুন বহরের মধ্যে ২০টি গাড়ি মিনোরি জিআর, ১৯টি টাটা টুপু ক্যারিয়ার ট্রাক, পাঁচটি মহীন্দ্রা মিনি ট্রাক, ২০ জন বহনক্ষমতার ১৯টি বাস, ২৪ জন বহনক্ষমতার ১০টি বাস, ৩৬ জন বহনক্ষমতার আটটি বাস এবং সিআইডি শাখার জন্য আটটি টাটা যোদ্ধা গাড়ি।

প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেনা এই গাড়িগুলি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের দ্রুত মোতায়েন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে প্রশাসনের দাবি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা যে কোনও সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, যা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

সম্প্রতি পশ্চিম জৈন্তিয়া হিলসের লাপাংগাপ এলাকায় উত্তেজনার প্রসঙ্গে টেনে মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয় পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অসমের যে সমস্ত অবকাঠামো জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, সেগুলি এখন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে সাংমা আরও বলেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের সুবিধার জন্য পুলিশ সুপার এবং ইউনিট কমান্ডারদের হাতে অসামান্য নীচকর্মতা ও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ বাহিনীর জনবল বাড়ানোর প্রসঙ্গেও তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন খালি পড়ে থাকা পদে ২ হাজারের বেশি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, যা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

সম্প্রতি পশ্চিম জৈন্তিয়া হিলসের লাপাংগাপ এলাকায় উত্তেজনার প্রসঙ্গে টেনে মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয় পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অসমের যে সমস্ত অবকাঠামো জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, সেগুলি এখন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে সাংমা আরও বলেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের সুবিধার জন্য পুলিশ সুপার এবং ইউনিট কমান্ডারদের হাতে অসামান্য নীচকর্মতা ও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়তে বিকেন্দ্রীকরণের পথে ডার্লিউবিএসএসসি, সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ১৪ মে (আইএনএস): শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডার্লিউবিএসএসসি কে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। রাজ্যের শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, স্কুল নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ধাপে পুরনো পাঁচটি আঞ্চলিক অফিসভিত্তিক ব্যবস্থাকে ফের চালু করা হবে। আগে জেলা ভিত্তিক অঞ্চল ভাগ করে এই পাঁচটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ডার্লিউবিএসএসসি পরিচালিত হতো।

১৯৯৭ সালের ১ এপ্রিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু-র নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ডার্লিউবিএসএসসি গঠিত হয়। সেই সময় থেকেই বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে কমিশনের কাজ পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

তবে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র নেতৃত্বে তুণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই পাঁচটি আঞ্চলিক অফিস কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এর পর থেকে কলকাতার সেন্ট্রালেকের আচার্য সদনে

অবস্থিত কমিশনের সদর দফতর থেকেই সমস্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের কাজ পরিচালিত হত।

শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানান, নতুন সরকার আবারও পুরনো বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় ফিরতে চাইছে। গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত কমিশনের সদর দফতর থেকে নেওয়া হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনেকটাই আঞ্চলিক স্তরে সম্পন্ন হবে।

একইসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। বিভিন্ন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে ‘স্বশাসিত’ মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। এর আগে এই সংস্থাগুলি ডার্লিউবিএসএসসি-এর জেলা স্তরের সম্প্রদায়িত শাখা হিসেবেই কাজ করত।

উল্লেখ্য, আগের তুণমূল আমলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল।

এদিকে, শিক্ষা দফতর অবতনয়িত হয়েই সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে, যাতে তাঁদের

জেলায় ঘুষের বিনিময়ে চাকরি পাওয়া “চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত” শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

শুধু তালিকা তৈরি নয়, ওই প্রার্থীরা চাকরির সময়কালে যে বেতন পেয়েছেন এবং তার উপর সুদের পরিমাণও হিসাব করতে বলা হয়েছে জেলাশাসকদের। কলকাতা হাইকোর্টের ২০২৪ সালের নির্দেশ এবং পরে ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই অর্থ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করবে রাজ্য সরকার।

পোস্ট-পোল হিংসা রুখতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চাইলেন মমতা, নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলে দাবি রাজ্যের

কলকাতা, ১৪ মে (আইএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যে চলা পোস্ট-পোল হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চাইলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেন-এর ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলায়

সওয়াল করতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ভোট-পরবর্তী হিংসা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “রাজ্যে পোস্ট-পোল হিংসা উদ্বেগজনক স্তরে পৌঁছেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পাচ্ছেন না। বিবাহিত মহিলাদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘর লুট ও আগুন

লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।” তিনি আরও বলেন, আদালত অনুমতি দিলে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ জমা দিয়ে এই সমস্ত অভিযোগ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন। তাঁর আবেদন, “রাজ্যের মানুষকে বাঁচান। এটা কোনও ‘বুলডোজার রাজ্য’ নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গ।”

সওয়াল চলাকালীন তিনি জানান,

কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম সওয়াল। মমতা বলেন, “১৯৯৫ সালে আমি আইনজীবী হিসেবে নাম লিখিছুত করি এবং নিয়মিত সেই সঙ্গীতের নবীকরণ করছি।”

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের আইনজীবী বিরাজ মমতার অভিযোগকে বিতর্কিত বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, মামলায় পোস্ট-পোল হিংসার কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। তিনি আদালতে বলেন, “আবেদনকারী পক্ষ দাবি করছে যে ২ হাজারের বেশি অভিযোগ সামনে এসেছে। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ বা অভিযোগকারীদের তথ্য দেওয়া হয়নি। ২০২১ সালের পোস্ট-পোল হিংসা মামলাও পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হয়েছিল। তাই নির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ দেওয়া ঠিক হবে না।”

এদিকে, তুণমূল কংগ্রেস সামাজিক মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে উপস্থিতি ও সওয়াল করার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, বাংলার মানুষের প্রয়োজনে তিনি সবময়ই লড়াই করেন এবং সত্য, ন্যায় ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষায় আপসহীন।

ভোজপুর—বঙ্গার এমএলসি উপনির্বাচনে আরজেডির জয় মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরীর আমলে এনডিএর প্রথম নির্বাচনী ধাক্কা

পাটনা, ১৪ মে (আইএনএস): বিহারের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে ভোজপুর—বঙ্গার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের বিধান পরিষদ উপনির্বাচনে এনডিএ প্রথম বড় নির্বাচনী ধাক্কা মুখে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী সমাট চৌধুরীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই এনডিএর প্রথম নির্বাচনী পরাজয় বলে রাজনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)

সমর্থিত মহাগণবন্ধনের প্রার্থী সোনু কুমার রাই জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর প্রার্থী কানহাইয়া প্রসাদকে ৩৪০ ভোটে পরাজিত করে আসনটি দখল করেন। গত ১২ মে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগণনা শুরু হয়।

মোট ৫,৯৫৬ ভোটারের মধ্যে সোনু কুমার রাই পান ২,৪৮৬ ভোট। অন্যদিকে, কানহাইয়া প্রসাদ

পান ২,১৪৬ ভোট। মনোজ উপাধ্যায়ের বুলিতে যায় ৬৩৬ ভোট এবং ৬২১টি ভোট বাতিল বড় রাজনৈতিক সাফল্য এবং রাজ্যের এনডিএ সরকারের জন্য মানসিক ধাক্কা হিসেবে দেখা হতে পারে।

বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর রাধাচরণ শেঠ পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়েছিল। প্রায় প্রাক্তন এমএলসি লালদাস রাইয়ের পুত্র সোনু কুমার রাই

দলীয় কার্যালয়গুলিতে মিষ্টি বিতরণ করে উদযাপন করা হয়। এই জয়কে মহাগণবন্ধনের জন্য বড় রাজনৈতিক সাফল্য এবং রাজ্যের এনডিএ সরকারের জন্য মানসিক ধাক্কা হিসেবে দেখা হতে পারে।

বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর রাধাচরণ শেঠ পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়েছিল। প্রায় প্রাক্তন এমএলসি লালদাস রাইয়ের পুত্র সোনু কুমার রাই

দীর্ঘদিন ধরেই আরজেডি এবং তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আরজেডির প্রধান মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব এই জয়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেখানেই ব্যালট পেপারে নির্বাচন হবে, সেখানেই আমরা জিতব। তিনি ইতিমধ্যে অনিয়মের অভিযোগও তোলেন, যদিও নির্বাচন কমিশন বরাবরই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিহার রাজ্য আরজেডির

মুখপাত্র এজাজ আহমেদ বলেন, ভোজপুর ও বঙ্গারের মানুষের এই ধারণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাধারণ মানুষের আস্থা ও সমর্থন এখনও আরজেডির প্রতিই রয়েছে।

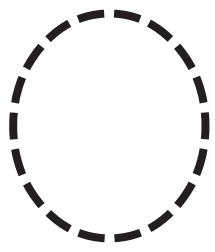
এনডিএর সমর্থনে জেডিউ রাধাচরণ শেঠের পুত্র কানহাইয়া প্রসাদকে প্রার্থী করেছিল। তবে দলের সর্বস্বাক প্রচারণা এবং তিনি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়েন।

দীর্ঘদিন ধরেই আরজেডি এবং তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আরজেডির প্রধান মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব এই জয়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেখানেই ব্যালট পেপারে নির্বাচন হবে, সেখানেই আমরা জিতব। তিনি ইতিমধ্যে অনিয়মের অভিযোগও তোলেন, যদিও নির্বাচন কমিশন বরাবরই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিহার রাজ্য আরজেডির

মুখপাত্র এজাজ আহমেদ বলেন, ভোজপুর ও বঙ্গারের মানুষের এই ধারণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাধারণ মানুষের আস্থা ও সমর্থন এখনও আরজেডির প্রতিই রয়েছে।

এনডিএর সমর্থনে জেডিউ রাধাচরণ শেঠের পুত্র কানহাইয়া প্রসাদকে প্রার্থী করেছিল। তবে দলের সর্বস্বাক প্রচারণা এবং তিনি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়েন।

হরেকরকম



হরেকরকম



হরেকরকম

ড্রাই ফুটস খাওয়া শরীরের জন্য ভালো



৪০ পেরোলে শরীরে একাধিক সমস্যা হতে পারে, শরীরে একাধিক পরিবর্তন শুরু হয়। আর তাই প্রথম থেকেই যত্নবান হওয়া খুব জরুরি। এই সময় শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয়, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। আর তাই এই সময় এমন কিছু খাবারই খাওয়া উচিত যা শরীরের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। খাবারের প্লেটে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে রাখতে হবে। তেল-মশলা কমিয়ে ফেলতে হবে। রোড মিট, মিষ্টি, ময়দা এসব বাদ দিন একেবারে ডায়েট থেকে। সঙ্গে ড্রাই ফুটস রাখবেন সব সময়। খিদে পেলে ফাস্ট ফুড বাদ দিয়ে তাই খান। কথায় বলে ৪০ মানে বার্ধক্যের শুরু। কারণ এই সময় শরীরে ম্যাসনিজের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে হাড়, মস্তিষ্ক, জয়েন্ট,

পরিপাকতন্ত্র একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব দুর্বলতা দূর করতে অনেকেই বাদাম, আখরোট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে এর থেকেও কাজের হল পোস্তদানা। যাবতীয় দুর্বলতা দূর করতে পোস্তদানার কোনও জুড়ি নেই। পোস্ত ভিজিয়ে রেখে রোজ সকালে হেঁকে খালি পেটে খেলে শরীরে জোর বাড়বে। আর পোস্ত খেলে ঘুম খুব ভাল হয়। তাই রোজ ভাতের সঙ্গে একটু করে কাঁচাপোস্ত বেটে খেতে পারেন। বা আলু, ঝিঙে, চাঁড়াশ, পটল কিংবা মাছ এর সঙ্গে পোস্ত মিশিয়ে তরকারি মনে রাখবেন। পোস্তর মধ্যে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে। ৪০ পেরোলেই শরীরে ব্যথা, বেদনা বাড়তে থাকে। পোস্তর মধ্যে থাকে মরফিন, কোডাইন, থেবেইন- যা যে

কোনও রকম ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। যে কারণে পোস্ত খেতে ফলা হয়। পোস্ত দেওয়া ড্রাই ফুটস লাভ্যুও খেতে পারেন। এতেও কিন্তু কাজ হবে। এছাড়াও ড্রাই ফুটসও খেতে পারেন। পোস্তর মধ্যে ম্যাসনিজ বেশি পরিমাণে থাকে। যে কারণে পানচনতন্ত্র সক্রিয় থাকে। এছাড়াও মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে, কোলেস্টেরল, কাবোহাইড্রেট, প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, কোলিন, থায়ামিন, ভিটামিন- এত কিছু থাকে পোস্তর মধ্যে। আর তাই পোস্তর দাম যে সোনার সমান হবে তা তো বলাই বাহুল্য। পোস্ত দানা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়তে সাহায্য করে। পোস্তর দানার মধ্যে ভরপুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যে কারণে তা স্মৃতিশক্তি বাড়তেও সাহায্য করে। আজকাল মহিলাদের মধ্যে হরমোন ঘাটতি রোগের প্রকোপ অনেকটাই বেশি। থাইরয়েডের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। আর পোস্ত দানা শরীরে এনজাইমগুলোর কার্যকারিতা বাড়তে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যও বজায় থাকে। এছাড়াও হার্ট ভাল রাখতে, ত্বক ভাল রাখতে এবং মাথা ঠান্ডা রাখতে নিয়ম করে পোস্ত খান।

কোন সময় ব্যায়াম করলে ভালো ফল পাওয়া যায়

সু-স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অনেকেই অনেক ধরনের ব্যায়াম করে থাকেন। কেউ বেছে নেন হাঁটা ও দৌড়ানো, অনেকে সাতার কাটেন, আবার কেউ বা যান জিমে। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, জিম, শরীরচর্চার কোনো ক্লাস কিংবা দৌড়ানো- যেকোনো ধরনের ব্যায়াম থেকে সর্বাচ্ছ ফলাফল পাওয়া যায় তখন যখন তা প্রাকৃতিক জৈবিক ঘড়ির (বডি ক্লক) সাথে মিল রেখে করা হয়। তাদের মতে, যারা ভোরে ঘুম থেকে উঠেন (লার্ক বা ভোরের পাখি), তাদের সর্বাচ্ছ শরীরচর্চা থেকে উপকার পেতে সকালে ব্যায়াম করা উচিত। আর যারা খুব বেশি রাত জাগেন (নাইট আউল বা রাতের পাখি), তাদের ব্যায়াম করা উচিত সন্ধ্যার দিকে। ওপেন হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, শরীরচর্চার মাঝে এক প্রকার সিনক্রোনাইজেশন বা সামঞ্জস্যতা রাখা গেলে তা হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যেই উচ্চ হৃদরোগের ঝুঁকিতে আছেন তাদের জন্য তা আরো বেশি উপকারী। যে স্বেচ্ছাসেবকরা এটি চেষ্টা করেছিলেন, তাদের ঘুম ভালো হয়েছিল, রক্তচাপ কমেছিল এবং সামগ্রিকভাবে রক্ত শর্করার মাত্রা স্বাস্থ্যকর ছিল। ওপেন হার্ট জার্নালের এই গবেষণায় অংশ নেন পাকিস্তানে চল্লিশ ও পঞ্চাশের কোঠায় থাকা প্রায় ১৩৫ জন ব্যক্তি। তাদের কেউই শারীরিকভাবে খুব বেশি একটা ফিট ছিলেন না এবং উচ্চ রক্তচাপ বা অতিরিক্ত ওজন থাকার মতো একটি হলেও সমস্যা তাদের মধ্যে ছিল। তাদের বলা হয়েছিল, পরামর্শ অনুযায়ী দিনে ৪০ মিনিটের জন্য ট্রেডমিলে রিক্‌ওয়াক বা জোরে হাঁটতে এবং সপ্তাহে পাঁচবার করে তিন মাসের জন্য এটি করতে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭০ জন ছিলেন “মর্নিং লার্ক” বা যারা ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। আর ৬৪ জন ছিলেন “নাইট আউল” বা রাত জেগে থাকেন ও বেলা করে ঘুম থেকে ওঠেন। তাদের মধ্যে কেউ ব্যায়াম করেছেন তাদের শরীরের জৈবিক ঘড়ি, অনুযায়ী আবার অনেক কাজকে সহজ করে উল্টোটা। অর্থাৎ, সকাল বা সন্ধ্যায় সজাগ থাকার স্বাভাবিক প্রবণতা মেনে চলেছে একদল, আর বিপরীতটা করেছে অন্যরা। দুটি দলের সদস্যদের মধ্যেই

শারীরিক উন্নতি দেখা গেছে। তবে যারা তাদের শরীরের ক্রোনোটাইপ বা দেহঘড়ি অনুযায়ী শরীরচর্চা করেছেন, তারা বেশি উপকার পেয়েছেন। এর বিশেষ প্রভাব পরেছে তাদের উচ্চরক্তচাপ, অ্যারোবিক ক্যাপাসিটি কিংবা শরীরের নমনীয়তা, মেটাবোলিক মার্কার ও ঘুমের মান উন্নয়নে। আপনার অভ্যন্তরীণ জৈবিক ঘড়ি দিনজুড়ে ঘুমের প্যাটার্ন ঠিক রাখতে এবং হরমোন ব্যালেন্সেও প্রভাব রাখে। এটি শরীরচর্চার ফলাফলেও প্রভাব রাখতে পারে বলে ব্যাখ্যা করেন বিশেষজ্ঞরা। “ওয়ান সাইজ ফিটস অল” বা সবার জন্য একইরকম ব্যায়াম সময়সূচি নির্ধারণ করা আদর্শিক নয়। শরীরের স্বাভাবিক সময়সূচি এবং সামাজিক সময়সূচির (সোশ্যাল জেটলাগ) মধ্যে অমিল থাকলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে যারা রাতের সময়টাতে বেশি সক্রিয় থাকেন তাদের মধ্যে এই ঝুঁকি বেশি। যার ফলে তাদের জোর করে ভোরবেলায় ব্যায়াম করার অভ্যাস তৈরি করা উচিত নয়। ব্রিটিশ কার্ডিওলজিস্ট লার সোসাইটির সদস্য ড. রাজিভ শঙ্করাণায়ায় বলেন, এই গবেষণা বডি ক্লক অনুযায়ী ব্যায়ামের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, তবে বিষয়টি প্রমাণ করতে আরও গবেষণার প্রয়োজন। অন্যদিকে, ব্যায়ামের সময় গুরুত্বপূর্ণ হলেও নিয়মিত পর্যাপ্ত ব্যায়াম করাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ক্যান্সার বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. নিনা জেকরজেক। যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সংস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছে তা হলো- সপ্তাহে অন্তত দুইদিন শক্তির ব্যায়াম বা স্ট্রেইট ট্রেনিং (যেমন হাওয়া, পিলাটিস, ভারোত্তোলন) করা। সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মাত্রার ব্যায়াম (যেমন রিক্‌ওয়াক) বা ৭৫ মিনিট উচ্চ মাত্রার ব্যায়াম (যেমন দৌড়) চর্চা করা। সপ্তাহজুড়ে সামঞ্জস্য রেখে ব্যায়াম করা বা প্রতিদিনই ব্যায়াম করা। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামের সমন্বয় করে শরীরচর্চা করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায় বলেই গবেষণায় দেখা গেছে।

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টেরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়ার মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টেরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুকেগুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতাই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। হেতুকে থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে।



কোলেস্টেরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে। আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস- ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এককাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে। সেখানে সাদা চালের মধ্যে ফাইবার একেবারেই থাকে না। রান্না করা ব্রাউন রাইস এক কাপ

খান। সঙ্গে ডাল, স্যালাড, সবজি বেশি করে খানকুইনোয়া- কুইনোয়া সম্পূর্ণ গুটেন মুক্ত একটি শস্য। এর মধ্যে ভিটামিন বি অনেকটা পরিমাণে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এককাপ রান্না করা কুইনোয়াতে ৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ওটস- ওটসের মত ভাল খাবার আর দুটো হয় না। এর মধ্যে থাকে বিটা গ্লুকান। যা কোলেস্টেরলের শোষণ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও থাকে ফাইবার, গ্লুকোজ। যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রোজ নিয়ম করে ওটস খান। যাদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরাও খেতে পারেন। এতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও বাড়ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না করা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই বাচ্চাদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সপ্তাহে যদি ৩ বারের কম পায়খানা হয় কিংবা মলত্যাগ করতে গেলে কষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছোট বয়স থেকে এই সমস্যা থেকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় সবসময় যে ওষুধ খাওয়ালেই পায়খানা হবে, এমন অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে না তোলার ভাল। তার চাইতে ঘরোয়া উপায় কৌশলভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবেন এবং মলত্যাগে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে জোর দিন। ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন: বাচ্চা যদি

কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তাহলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। গোটা শস্য, ফল ও শাকসবজি রাখুন ডায়েটে। ফাইবার মলাকে নরম করে এবং এতে মলত্যাগে কোনও কষ্ট হয় না। হাইড্রেট রাখুন: হাইড্রেট রাখুন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। খেয়াল রাখুন যে আপনার সন্তান পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করে। হাইড্রেট মলাকে নরম করে দেয় এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফলের রস এবং তরল জাতীয় খাবার খাওয়ান বাচ্চাকে। প্রোবায়োটিক সাহায্য করতে পারে: প্রোবায়োটিক হজম স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং অস্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে বাচ্চাকে দই খাওয়াতে হবে। টক দই খেতে না চাইলে আপনি ফলের সঙ্গে দই মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। রোজ

মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলুন: ছোট বয়স থেকে রোজ মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট টয়লেট সিটে বসানোর অভ্যাস করুন। ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় এবং রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে। সকালবেলার রুটিন: প্রতিদিন সকালে বাচ্চাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিন। পাশাপাশি ৪-৫টা ভেজানো কিশমিশ খাওয়ান। প্রয়োজনে আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও গরম দুধ দি মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আয়ুর্বেদের মতে, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যদি গ্যাস, বদহজমের জন্য বাচ্চার মলত্যাগে সমস্যা হয়, তাহলে রাতে পেটে হিং মালিশ করুন। এতে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমাবে।

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করা প্রয়োজন



সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ডি এবং আই, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম সহ অনেক পুষ্টিগুণ। এই কারণেই দুধকেও পরিপূর্ণ খাদ্য বা সুখাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি মাসপেসপেরি বিকাশের জন্য দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুধ পান করা জরুরি তা জানা থাকলেও অনেকেই জানেন না দুধ পান করার সঠিক সময় কোনটি দুধ পান করার সঠিক সময় কি জানেন? স্বাস্থ্য

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল সময়ে দুধ পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আর দেরি না করে জেনে নিন কখন দুধ পান করলে সুস্থ থাকবে শরীর? কখন দুধ পান করা ঠিক? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ পান করা উচিত নয়। শুধু তাইই নয়, এর পাশাপাশি দুধ খাওয়ার আগে টক জিনিস বা ফল, দই, টক জাতীয় খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার খাওয়ার ৪০ মিনিট পর দুধ

পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। উষ্ণ দুধ পান করুন হালকা গরম দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুমনার এক ঘণ্টা আগে দুধ পান করা উচিত। এর ফলে হজমে কোনও সমস্যা হয় না এবং পরিপারিতন্ত্রের উপরচাপ পড়েনা। সেইসঙ্গেই হালকা গরম দুধ পান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। এছাড়া সারাদিনের স্নানও দুধ হয় এবং ভালো ঘুম হয়। খালি পেটে পান করবেন না অনেকেই সকালে উঠে খালি পেটে দুধ পান করেন। এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে দুধ পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তাই হজমের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু খাওয়ার পরেই দুধ পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই অভ্যাস শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা যে কোনও সময় দুধ পান করতে পারে এবং এতে তাদের শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় ও সুস্থ থাকে। তবে প্রবীণদের সকালে কিছু ছাড়া দুধ পান করা একেবারেই চলবে না।

দারুচিনির দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য দারুচিনি ব্যবহার করেন। এছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না, ভাবছেন? ভুল ভাবছেন। আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে এই মশলা আপনার অনেক কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই সকালবেলা খালি পেটে উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করেন। একইভাবে, আপনি লেবুর জলের বদলে দারুচিনির জল পান করলে বেশি উপকার পাবেন। এতে মেদ গলবে, পাশাপাশি একাধিক উপকারিতাও মিলবে। ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে দারুচিনি।

মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে: দারুচিনির মধ্যে থার্মোজেনিক উপাদান রয়েছে, যা দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মশলার মধ্যে থাকা উপাদান দেহে তাপ উৎপন্ন করে এবং হজম হওয়া খাবার থেকে ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি মেটাবলিজমের উপর প্রভাব ফেলে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দারুচিনি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। রক্তে সুগার লেভেল বশে থাকলে মিষ্টি ও ক্যালোরির যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে। আর

এতে ওজনও বেশি থাকে। এটি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী। থিডেডে নিয়ন্ত্রণ করে: দারুচিনির গন্ধ মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে এবং এটি মিষ্টি ও ক্যালোরির যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করে। দারুচিনি যুক্ত খাবার খেলে মনে হয় পেট ভরে রয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায় হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

থাকলে এটি দেহে পুষ্টি শোষণ ও অস্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্য উন্নত হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়। পুষ্টিতে ভরপুর: দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে, দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে রোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরকে ডিটক্সিফাই করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

থাকলে এটি দেহে পুষ্টি শোষণ ও অস্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্য উন্নত হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়। পুষ্টিতে ভরপুর: দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে, দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে রোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরকে ডিটক্সিফাই করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

বিশ্বকাপের সবচেয়ে ছোট দেশের কোচ হলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ কোচ

ক্রিকেট সেমিফাইনালের মহারণে আজ ব্লাডমাউথ-সফুলিঙ্গ ও জেসিসি-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত তপন মেমোরিয়াল নক-আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন চূড়ান্ত লড়ে। কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা টপকে প্রতিযোগিতার সেরা চারটি দল এবার সেমিফাইনালের মহারণে মুখোমুখি হতে চলেছে। আগামীকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুই হেভিওয়েট সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় রাষ্ট্রের ক্রিকেট প্রেমীরা। প্রথম সেমিফাইনালে

নরসিংগড় স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মুখোমুখি হবে ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং সফুলিঙ্গ ক্লাব। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এমবিবি স্টেডিয়ামে লড়াইয়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও কসমোপলিটন ক্লাব সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রতিটি দলেই দুইপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল। ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে চলমান সংগ্রামে ১৭৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে জয়গা করে নিয়েছে।

তাদের প্রতিপক্ষ সফুলিঙ্গ ক্লাব তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হার্ডে ক্লাবকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে সেমিতে উঠেছে। ব্লাডমাউথের ব্যাটিং শক্তি বনাম সফুলিঙ্গের জয়নগর দলের লড়াইয়ের ক্রিকেট মহলে প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছে। অন্যদিকে, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে পোলটাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ২৪৩ রানের পাহাড়প্রমাণ জয় তুলে নিয়ে নিজেদের শক্তির জ্ঞান দিয়েছে। তাদের মোকাবিলা

করতে নামবে কসমোপলিটন ক্লাব, যারা চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে বনামালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে মাত্র ৬ রানের বন্ধুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। মাঠের লড়াইয়ে একদিকে যেমন জয়নগরের বিধ্বংসী ফর্ম থাকছে, তেমনি কসমোপলিটন চাইবে স্মারু চাপ ধরে রেখে ফাইনালে পৌঁছাতে। এখন দেখার বিষয়, ১৭ মে-র মেগা ফাইনালে কোন দুই দল খেতাবী মুকুট অবতীর্ণ হয়।

সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে জয়গা করে এরই মধ্যে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে কুরাসাও। এবার এই দলের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক কোচ হতে যাচ্ছেন ডিক অ্যাডভোকাট। ৭৮ বছর বয়সী এই ডাচ কোচকে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের এক মাস আগে দায়িত্ব দিয়েছে কুরাসাও ফুটবল ফেডারেশন (এফএফকে)। অ্যাডভোকাটের কুরাসাও কোচ হওয়া অবশ্য নতুন নয়। গত বছর তাঁর অধীনে খেলেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছিল ১ লাখ ৮৫ হাজার জনসংখ্যার কুরাসাও। এবছরের শুরুতে মেয়ের অসুস্থতার কারণে তিনি দলটির দায়িত্ব ছেড়ে

দেন। ফেব্রুয়ারিতে কুরাসাওয়ের কোচ হয়েছিলেন ফ্রেড রুটেন। তবে ৬৩ বছর বয়সী এই ডাচ কোচের অধীনে দলে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল বলে গুঞ্জন। রোববার এফএফকে জানায়, 'গঠনমূলক আলোচনার' মাধ্যমে সেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রুটেন। পরে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট গিলবার্ট মার্টিনা ইএসপিএনকে বলেন, 'যে কোনো দলেই পরিবর্তন হলে একধরনের মতভিন্নতা তৈরি হয়। ডিকের কোচিং স্টাইল ছিল একরকম, রুটেনের সম্পূর্ণ ভিন্ন।' রুটেনের অধীনে মার্চ দুটি ম্যাচ খেলে কুরাসাও, হারে দুটিতেই।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫-১ গোলে, চীনের কাছে ২-০ ব্যবধানে। খাবাণা করা হচ্ছে, অ্যাডভোকাটকে ফেরানোর জন্যই রুটেনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালে পেশাদার কোচিংয়ে পা রাখা অ্যাডভোকাট ২০২৪ সালে প্রথম কুরাসাওয়ের দায়িত্ব নেন। এটি ছিল তাঁর ২৮ নম্বর চাকরি। অ্যাডভোকাট এর আগে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস এবং ২০০৬ বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ ছিলেন। জাতীয় দল পর্যায়ে কোচিং করিয়েছেন বেলজিয়াম, সার্বিয়া, রাশিয়া, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকেও। আর ক্লাব পর্যায়ে

কাজ করেছেন পিএসভি, ফেনেরবাচে, মনশেনগ্লাডবাখ, ফেইনর্ডের মতো ক্লাবে। নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন শংকাধারীদের খবরে বলা হয়, অ্যাডভোকাটের মেয়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় তিনি আবার কোচিংয়ে ফিরেছেন। কুরাসাও ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান জানিয়েছেন, চলন্ত মাসের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাবে কুরাসাও বিশ্বকাপে দলটি খেলবে 'ই' গ্রুপে জার্মানি, ইকুয়েডর ও আইভরিকোস্টের বিপক্ষে। আগামী ১৪ জুন প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ জার্মানি।

দিল্লির বাধা টপকাল ত্রিপুরা জাতীয় ফুটবলে টানা ২য় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার আর কে আশ্রম গ্রাউন্ড-১ এ অনুষ্ঠিত হাইস্কোর্ডে ম্যাচে শক্তিশালী দিল্লিকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করল বিট জমাদিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য দল। হিমাচল প্রদেশের পর এবার দিল্লির বিরুদ্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ জয়

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে পৌঁছানোর পথে ত্রিপুরাকে অনেকটাই এগিয়ে দিল। এদিনের ম্যাচে ত্রিপুরার জয়ের নায়ক হয়ে উঠলেন খাসরাং জমাদিয়া। খেলার ৩৩ মিনিটে ক্রিবাণ দেববর্মার পরিবর্তে মাঠে নামেই ত্রিপুরার আক্রমণের ধার বাড়িয়ে দেন তিনি। ম্যাচের ৪২ মিনিটে খাসরাংয়ের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা, যার ফলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকেই বিরতিতে যায় দল।

দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য বজায় রেখে ৬৮ মিনিটে নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলাট করে দেন সেই খাসরাং। যদিও ৭৯ মিনিটে দিল্লির খাংজিপাও ডিমস্কেল একটি গোলে পরিশোধ করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেন, কিন্তু ত্রিপুরার রক্ষণভাগের দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়ে সুশাস্ত্র দেববর্মার হাতের। টানা দুই ম্যাচে জয়ের মধ্য গ্রুপ-ডি-এর পয়েন্ট তালিকায় এখন

শীর্ষস্থানে ত্রিপুরা। হিমাচলকে ৩-০ এবং দিল্লিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফুটবলারদের আশ্বিনাশাসন এখন তুলে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই সাফল্যে খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। আগামী ১৬ মে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে সিকিমের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা। নক-আউট পর্বের টিকিট পাকা করতে সিকিমের বিরুদ্ধে এই ফর্ম ধরে রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য কোচ ও ফুটবলারদের।

আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। আগামী ১৬ মে থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক সীমিত ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সম্প্রতি এই টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন টিসিএ সচিব সুরভ দে। উদ্বোধনী দিনেই মাঠ কাঁপাতে

নামকে চারটি দল। একদিকে কনকন কোচিং সেন্টারের মুখোমুখি হবে ব্লাডমাউথ, অন্যদিকে তরুণ সংঘ লড়াই করবে জিবি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মোট ২২টি দল। ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টে মোট ৫০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যোথিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী, ৪ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ লীগের

খেলা। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। ৬ জুন হবে কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি হেভিওয়েট লড়াই। এরপর ৮ জুন অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল এবং ১০ জুন মেগা ফাইনালের মধ্য দিয়ে পূর্ণ নামবে এই টুর্নামেন্টের রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটারদের প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে এই বিশাল

আয়োজনে ভেনু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তিনটি মাঠকে। এমবিবি স্টেডিয়াম, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠ এবং টিআইটি মাঠে সবকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই দলগুলির মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে। এখন দেখার, ২২টি দলের এই দীর্ঘ লড়াই শেষে শেষ হাসি কোন দল হাসে।

বিশ্বকাপের আগে জোড়া গোলে বার্তা দিলেন মেসি

বিশ্বকাপের আগমুহুর্তে নিজের সেরা ছন্দে ফিরলেন লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল করার পথে এবার মসি করলেন জোড়া গোল। হাটট্রিকও পেতে পারতেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কিন্তু ম্যাচের শেষ গোলাটা আত্মঘাতী হিসেবে ধরায় সেটি হয়নি।

মায়ামিকে এগিয়ে দেন গেরমান বেরতোরো। আর ৮৯ মিনিটে সিনসিনাটির ফেরার রাজ্য বন্ধ করে দিয়ে গোল পায় মায়ামি। মেসির শট পোস্টে গোল জালে জড়ানোর আগে পেলেরক্ষকের গায়েও লেগেছে। কাগজের কলমে আত্মঘাতী

গোল করিয়েছেন মেসি। তবে এমএলএসেই তাঁর গোল ১২ ম্যাচে ১১টি। এ জয়ে এমএলএস পয়েন্ট তালিকায় মায়ামি এখন দ্বিতীয়। ১৩ ম্যাচের পরেই পয়েন্ট ২৫। এক ম্যাচ কম খেলে ন্যাশভিলের পয়েন্ট ২৭। ম্যাচ শেষে মেসি

তিনি পাতার চিঠিতে জানিয়েছেন। নেইমার রাজিলের প্রাক্তন রক্ষণপতি বনোসারোর ভক্ত। লোপেসও সেই দলের সর্মথক। রাজিলের সাধারণ ম্যাচের মধ্যে ৫৩ শতাংশ নেইমারকে বিশ্বকাপের দলে দেখতে চান। ২০২৬ বিশ্বকাপে যেমন তরুণের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছিল, তিনি তাঁদের একজন। সাম্প্রতিক সময়ে হয়ে উঠেছিলেন রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির অন্যতম ভক্তসহ। তাঁকে যিরে স্বপ্ন দেখছিলেন অনেক রাজিল সর্মথক। সেই এজেন্ডাও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ার পর আশা করা হচ্ছিল, এজেন্ডাও হয়তো দ্রুত সেরে উঠে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেবেন। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, রাজিল ও চেলসির চিকিৎসক দল টুর্নামেন্টের আগে এজেন্ডাওয়ের শতভাগ ফিট হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ ভোরে সিনসিনাটিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এই জয়ে ২ গোল করার পাশাপাশি মোট ৪টি গোল অর্জন রাখেন মেসি। বিশ্বকাপের আগে তাঁর এমন ফর্মে নিশ্চয়ই খুশি হবেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।

সিনসিনাটির মাঠে ২৪ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি মেসি। গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ১-০ গোলে। এরপর অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪৯ মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলের লিড নেয় সিনসিনাটি। তবে ৫৫ মিনিটে দলীয় আক্রমণ থেকে অসাধারণ ফিফিনিংয়ে মায়ামিকে আবারও সমতায় ফেরান মেসি। উত্থান-পতনের ম্যাচে ৬৪ মিনিটে গোল হজম করে আবার লিড হারায় ইন্টার মায়ামি। তবে মায়ামিকে আবার সমতায় ফেরার পথ তৈরি করে দেন মেসি।

৭৯ মিনিটে মেসির পাস থেকে গোল করেন ম্যাচও সিলভেস্ট্রি। এরপর ৮৪ মিনিটে সিনসিনাটি গোলরক্ষকের ভুলে বল পেয়ে



গোলের স্বীকৃতি পেলেও এই গোলাটি একরকম মেসিরই। শুরুতে মেজর লিগ সকারের অধিশিলাল এন্ড পেজ থেকে শুরু করে একাধিক সংবাদমাধ্যম এ গোলাকে মেসির বলেই দেখায়, কিন্তু পরে গোলাটি আত্মঘাতী হিসেবে দেখানো হয়। এর আগে লিগে আগের দুই ম্যাচেও গোল করেন মেসি। সব মিলিয়ে মায়ামির হয়ে সর্বশেষ তিন ম্যাচে মেসির গোল ৪টি। পাশাপাশি ৪টি গোলও করিয়েছেন। ক্যারিয়ারে মেসির মোট গোলসংখ্যা এখন ৯০৯। চলতি মেসুইন্টার মায়ামির হয়ে ১৪ ম্যাচে ১২ গোল এবং ৪টি

ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'প্রতিপক্ষের মাঠে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জয়।' এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নিজের ও দলের উদ্দ্যাপনের ছবিও। ১৮ মে বালাসোল সময় ভোর ৪টায় মায়ামি পরের ম্যাচ খেলবে পোর্টল্যান্ডের বিপক্ষে। এদিকে নেইমারকে যেন বিশ্বকাপে রাখা হয়, এই মর্মে ফুটবল ফেডারেশনকে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন সেই দেশের সাংসদ হেলিও লোপেস। তাঁর বক্তব্য নেইমার রাজিলীয় ফুটবল সর্মথকদের অত্যন্ত প্রিয়। কোটি কোটি মানুষ তাঁকে দলে দেখতে চায়। তিনি শুধু সেই ভাবনাটা

সর্বাধিক সেঞ্চুরি থেকে দ্রুততম ১৪ হাজার, নাইটদের বিরুদ্ধে এক ইনিংসেই গুচ্ছ রেকর্ড বিরাতের

ক্রিকেটথ্রে বিরাত কোহলির একটা ডাকনাম আছে। 'চেজমাস্টার'। এমনিতেই সাদা বলের ফরম্যাটে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার। রান তড়া করার সময় যেন পৌঁছে যান অন্য পর্যায়ে। তাই বুধবার রায়পুরে যখন ১৯২-৪ স্কোর করে কিছুটা স্বস্তিতে ছিল কেকেআর, অলস্কো হস্তিতে হেসেছিলেন ক্রিকেটদেবতা। আর হেসেছিলেন বিরাত নিজে। তিনি যখন প্রতিপক্ষ, স্কোরবোর্ডে প্রজ্ঞা কৌনও রানই যে নিরাপদ নয়। সেটা আবারও প্রমাণ করলেন বিরাত। শুধু যে দলকে জেতানোর ইচ্ছা নিয়েই খেলেন, তাই নয়, একই সঙ্গে একের পর এক রেকর্ডেরও মালিক হলেন কিং কোহলি।

কেকেআরের বিরুদ্ধে যে ১০৫ রানের ইনিংস খেললেন কোহলি, সেটা টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর দশম সেঞ্চুরি। যা আর কোনও ভারতীয়র নেই। সর্বাধিকভাবে গোট্টা বিশেষ মোট চারজন ব্যাটার ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে চার ব তার বেশি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। ক্রিস গেইলের টি-২০ সেঞ্চুরির সংখ্যা ২২। বাবর আজম (১৩) এবং ডেভিড ওয়ার্নারও (১০) দশের বেশি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এছাড়া আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিকও এখন বিরাত। তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৯। এই তালিকায় দ্বিতীয় ব্যাটার। তাঁর সেঞ্চুরি সংখ্যা ৭।

টি-২০ ক্রিকেটে ১৪ হাজার রানের কেকেআরের বিরুদ্ধে যে ১০৫ রানের ইনিংস খেললেন কোহলি, সেটা টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর দশম সেঞ্চুরি। যা আর কোনও ভারতীয়র নেই। সর্বাধিকভাবে গোট্টা বিশেষ মোট চারজন ব্যাটার ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে চার ব তার বেশি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। ক্রিস গেইলের টি-২০ সেঞ্চুরির সংখ্যা ২২। বাবর আজম (১৩) এবং ডেভিড ওয়ার্নারও (১০) দশের বেশি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এছাড়া আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিকও এখন বিরাত। তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৯। এই তালিকায় দ্বিতীয় ব্যাটার। তাঁর সেঞ্চুরি সংখ্যা ৭।

গণ্ডিও বুধবারই ছুঁয়েছেন বিরাত। সেটা দ্রুততম ব্যাটার হিসাবে। মাত্র ৪০৯ ইনিংস। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ১৪ হাজার রান রয়েছে এই ফরম্যাটে। কোহলি বুধবার যে ১০৫ করলেন, সেটাই রায়পুরে কোনও ব্যাটারের করা সর্বাধিক স্কোর। সঙ্গে রয়েছে আরেকটি মজার রেকর্ড। কোহলি আইপিএলে প্রথম ব্যাটার যিনি পরপর দুটি ম্যাচে শূন্য করার পরের ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এছাড়া আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারদের তালিকায় রোহিত শর্মা এবং মহেশ্ব সিং ধোনিকে টপকেছেন বিরাত। কোহলি বুধবার খেললেন ২৭৯

বুমরাহ-সিরাজ অনিশ্চিত, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে কি ডাক পাবেন শামি?

আইপিএল শেষ হওয়ার পরই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট ম্যাচ খেলাতে নামবে ভারতীয় দল। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। কিন্তু পরে বোর্ড সূত্রে খবর, পূর্ণশক্তির ব্যাটিং লাইন-আপ নিয়েই নামতে চায় টিম ইন্ডিয়া। তবে বোলিং বিভাগে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন হল, আফগানদের বিরুদ্ধে কি সুযোগ পাবেন মহম্মদ শামি? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জশপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে। মুম্বই ইন্ডিয়ান প্লেঅফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ায় তাঁর সামনে অতিরিক্ত ম্যাচ নেই টিকিট, কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও আইপিএল মিলিয়ে জাতীয় দলে খেলছেন তিনি। তাই হোর্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে। একই সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ খেলবেন কিনা তা নিয়ে

অনিশ্চয়তা রয়েছে। গুজরাট টাইটান্স এখনও প্লেঅফের লড়াইয়ে থাকায় তাঁদের ফিটনেস মনোমুগ্ধকর। আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবে শামি? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জশপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে। মুম্বই ইন্ডিয়ান প্লেঅফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ায় তাঁর সামনে অতিরিক্ত ম্যাচ নেই টিকিট, কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও আইপিএল মিলিয়ে জাতীয় দলে খেলছেন তিনি। তাই হোর্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে। একই সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ খেলবেন কিনা তা নিয়ে

মহম্মদ শামির নাম। বাংলার অভিজ্ঞ পেসার চলতি মরশুমে যাবেন। ক্রিকেটে

জেরে তাঁর প্রত্যাবর্তনের আলোচনা শুরু হলেও একাধিক প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচকরা নাকি ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় শামিকে খুব একটা ভাবছেন না। ফলে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি সুযোগ পেলে সেটাকে বড় চমক হিসেবেই দেখা হবে। অন্যদিকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তরুণ পেসারদের দিকেও নজর দিচ্ছে বিসিআই। অংশুল কাম্বাজ ও গুরনুর রায়ের নাম ইতিমধ্যেই আলোচনায় এসেছে। পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের তরুণ পেসার আকিব নবিকেও নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। 'গুয়াইন্থ কার্ড' হিসাবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে খবর। আগামী সপ্তাহেই নির্বাচকরা চিনিয়েছেন শামি। আইপিএলের প্লেঅফের ছবি পরিসর হওয়ার পরই চূড়ান্ত হবে আফগানিস্তান সিরিজের ভারতীয় দল।



